যুগান্তর

তারিখ 13 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

দুর্নীতি ও নৈরাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের সব অর্জন ম্লান

মুসতাক আহমদ

সফলভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, জেএসসি পরীক্ষা প্রবর্তন এবং পাসের হার বাড়ানোসহ বেশ কিছু অর্জন রয়েছে মাধ্যমিক স্তরে। কিন্তু ওইসব অর্জন ম্লান হয়ে দিয়েছে শিক্ষা প্রশাসনে দুর্নীতিবাজদের দাপট ও তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন না নেয়া এবং সারাদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ। এসব কারণে সারাদেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশৃংখলা বিরাজ করছে। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ফ্রি স্টাইলে চলছে। আর এসবের কারণে জনমনে খোদ শিক্ষামন্ত্রীর ইমেজ নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

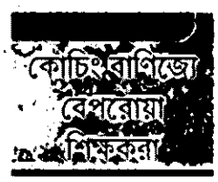

কোচিং বাণিজ্যে বেপরোয়া শিক্ষকরা

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মাধ্যমিক শিক্ষা এই মুহূর্তে যেসব ধকল সইছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে লাগামহীন কোচিং ব্যবসা, কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটরের বাসায় ক্লাসরুমের পাঠদান, ভর্তিতে সরকার নির্ধারিত ফির বেশি আদায়, দু'বছর নতুন এমপিও না দেয়া, ইনডেক্সধারী ও শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগে এমপিও বন্ধ রাখা, কৃষিসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় দেড় হাজার শিক্ষকের এমপিও না দেয়া, স্কুল পরিচালনা কমিটির (এসএমসি) নৈরাজ্য, অদক্ষ-অথর্ব শিক্ষক নিয়োগ, টিকিইউআই, সেকায়েপ ও ৩০৬ মডেল স্কুলসহ বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি, শিক্ষাভবনে ঘুষের কারবার, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরে (ডিআইএ) দুর্নীতি, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদের বইয়ের বোঝা না কমিয়ে বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। আরও আছে চাকরি জাতীয়করণে শিক্ষক আন্দোলন সামাল দিতে না পারা। এছাড়া ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারিতা রয়েছে আগের মতোই। শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকার সফল হলেও তা বাস্তবায়ন আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও শুরুই করতে পারেনি। বরং এ লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিটির কাজ চলছে ধীরগতিতে। এ নিয়ে গঠিত ২৪টি উপ-কমিটির কাজ শেষ না হওয়ায় বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে স্বতন্ত্র কমিশন গঠন, শিক্ষকদের স্বতন্ত্র পে-স্কেল চালুর মতো অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়নি।

শিক্ষকরা রাজপথে : মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই মুহূর্তের আলোচিত বিষয় হচ্ছে শিক্ষক আন্দোলন। সরকারপন্থী এবং বিরোধী— উভয় শিবিরই নেমেছে আন্দোলনে। চাকরি ও শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণ, অবসরের বয়স ৬৫ বছরে উন্নীতকরণ, বিভিন্ন ধরনের ভাতা বৃদ্ধিসহ নানা দাবিতে এরই মধ্যে তারা পৃথকভাবে সারাদেশে ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন। সরকারপন্থী শিক্ষকরা দুটি

ম্লান : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৫

ম্লান : সব অর্জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্লাটফর্মে আন্দোলন করছেন এবং তারা পৃথক কর্মসূচিও ঘোষণা করেছেন। একটি অংশ 'চাকরি জাতীয়করণ'সহ ১৭ দফা দাবিতে ৮ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ৭ দিন পর্যন্ত লাগাতার ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দিয়েছে। সরকারপন্থী আরেক অংশও একইভাবে অবস্থান ধর্মঘটসহ দেড় মাসের লাগাতার কর্মসূচি পালন করবে বলে জানা গেছে। আর সরকারবিরোধী বা বিএনপিপন্থী হিসেবে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার নেতৃত্বে শিক্ষক মোর্চা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে সেপ্টেম্বর থেকে জেলা ও বিভাগীয় সমাবেশ করবে তারা। আর ১০ জানুয়ারি থেকে পালন করবে লাগাতার ধর্মঘট। দাবি পূরণ না হলে ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া এসএসসি ও এপ্রিলের এইচএসসি পরীক্ষার দায়িত্বও বর্জন করবে তারা। এভাবে প্রায় সারাদেশের শিক্ষকদের মাঝেই পাওয়া না পাওয়ার হিসাব মেলানো থেকে অসন্তোষ এবং তার থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছে।

স্তরে স্তরে দুর্নীতি-মাউশি : পটুয়াখালীর বাউফল কালাইয়া সিনিয়র মাদ্রাসার কৃষি বিষয়ের শিক্ষক হাবিবুর রহমান। মাদ্রাসায় যোগদানের আগে আরেক মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। তিনি দু'মাসের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেন। বিষয়টি মাউশির সংশ্লিষ্ট শাখাকে জানানো হয়। কিন্তু এরপরও পুরনো কর্মস্থলের বিপরীতে তার এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) অর্থ স্থগিত করা হয়। বিষয়টি সমাধানের জন্য মাউশিতে যান তিনি। মাদ্রাসা শাখার উপ-পরিচালক আবুল হোসেন, সহকারী পরিচালক সিদ্দিকুর রহমান উভয়ে জানেন বিষয়টি। তারা সমস্যাটি সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট ডেস্কের কর্মকর্তা আজিজকে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাদের সেই নির্দেশ এখনও উপেক্ষিত। অনুসন্ধানে জানা যায়, কাজটি করে দেয়ার জন্য আজিজ মোটা অংকের অর্থ দাবি করে। শিক্ষক হাবিব জানান, তিনি আজিজকে ২০ হাজার টাকা দেন। কিন্তু চাহিদামতো না হওয়ায় কাজটি ঝুলিয়ে নেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় তিনি ৬ মাসেরও বেশি সময় বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। প্রশ্ন উঠেছে, আজিজের খুঁটির জোর কোথায়? তার উর্ধ্বতন দু'জন কর্মকর্তার আদেশ কিভাবে সে লংঘন করতে পারে? জানা গেছে, শুধু হাবিবুর রহমান নন, এভাবে হাজার হাজার শিক্ষক তাদের বৈধ কাজ নিয়ে বছরের পর ঘুরছেন। কিন্তু দেশের ৩৮ হাজার বা তারও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের ওই ঠিকানা মাউশির একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার খপ্পর থেকে বের হতে পারছে না। এদিকে মাউশি মহাপরিচালকসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের বেশিরভাগই চাপাবাজিতে ব্যস্ত। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানোর নাম করে দুর্নীতি মুছে ফেলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু শিক্ষকদের প্রশ্ন, ঘুষ লেনদেন কি অফিসে বসে হয় যে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএমসির নীতিমালা পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। গত মাসে অনুষ্ঠিত ডিসি সম্মেলনেও এসএমসির দুর্নীতি আর অনিয়ম নিয়ে ডিসিরা সুপারিশ করেছেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্বিকার।

কোচিং বাড়তি ফি সহায়ক বই ব্যবসা : সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, ক্লাস রুমের লেখাপড়া চলে গেছে শিক্ষকের বাসায়। চালু হয়েছে রমরমা কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনি ব্যবসা। মতিঝিল আইডিয়ালে গত বছর রমজানের ছুটিতে জেএসসির কোচিংয়ে ১৪শ' টাকা নেয়া হয়। এবার ওইসব বিষয়ের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গুনতে হবে ২৭শ' টাকা। জানা গেছে, নীতিমালার কুফলও এরই মধ্যে সারাদেশে শুরু হয়েছে। রাজধানীর মিরপুর বাঙলা স্কুলে শিক্ষকরা বাধ্যতামূলক কোচিং ঘোষণা করেছেন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। একই দশা স্কুলে স্কুলে বছরের শুরুতে ভর্তি নিয়ে। সরকারের নীতিমালা লংঘন করে স্কুলগুলো বেশি অর্থ আদায় করেছে। অথচ সরকার সাড়ে তিন বছরেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি। আরেক ব্যবসা হল ব্যাকরণ রচনা, বিভিন্ন নোটগাইড ব্যবসা। অভিযোগ, স্কুলগুলো বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে সহায়ক বই পাঠ্যভুক্ত করে। একইভাবে সুবিধা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নোট-গাইড শিক্ষার্থীদের কিনতে বাধ্য করে। কিন্তু সরকার এসব জেনেও চুপ।

শিক্ষকদের নানা আর্থিক সুবিধা : নতুন এমপিও বন্ধ রয়েছে দু'বছর ধরে। সর্বশেষ ২০১০ সালের ১৬ জুন ১৬২৪টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়। এমপিও সুবিধাপ্রাপ্ত ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের বেতন বন্ধ ছিল দীর্ঘদিন। আবার এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে নিয়োগ পাওয়া ইনডেক্সবিহীন শিক্ষকদেরও এমপিও বন্ধ করে রাখা হয়েছে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে। চাকরি করেও কৃষি শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, লাইব্রেরিয়ানসহ বিভিন্ন পদে ১৪৪১ জন শিক্ষক এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন না। তবে এসব শিক্ষকের নিয়োগে জটিলতা রয়েছে বলে জানা গেছে। এক্ষেত্রে তাদের নিয়োগের ব্যাপারে সরকারি 'প্রমার্জন' লাগবে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত ঝুলে আছে। এসব শিক্ষক গত বছরও ঈদ করেছিলেন শহীদ মিনারে।

এসএসসিসহ পাবলিক পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতি : সরকার এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধির কথা বললেও পরীক্ষায় নকল প্রবণতা আর দুর্নীতি বেড়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, নকল এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। আগে যেখানে শিক্ষকরা নকল ধরে শাস্তি দিতেন, এখন সেখানে বাইরে কড়াকড়ি আরোপ করে ভেতরে শিক্ষকদেরই সহায়তায় নকল হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রশ্নের সমাধান করে দেয়ার কথা জানিয়েছেন খোদ শিক্ষার্থীরাই। [illegible] বা শিক্ষার্থী

এনসিটিবি : দুর্নীতির আরেক দুর্গ জাতীয় পাঠ্যপুস্তক। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একদল কর্মকর্তা অর্থের গোছাতে ব্যস্ত। বিগত দিনে বই ছাপা, কার্যাদেশ প্রদান, সরকারি বই গাইডে জুড়ে দেয়া প্রতিষ্ঠানকে ছাড় দেয়া, সরকারি বই নিয়ে জালিয়াতকারী প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপার কাজ দেয়াসহ সব অপকর্ম তারা করছেন। বই ছাপার কাগজ নিয়ে সিন্ডিকেট করা ও সিন্ডিকেটের কাছ থেকে কমিশন খাচ্ছেন তারা। এর কারণে সরকারের কোটি কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে। অথচ মন্ত্রণালয় রহস্যজনক কারণে চুপচাপ।

ডিআইএ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্ত করে ডিআইএ। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের একশ্রেণীর কর্মকর্তার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, ডিআইএর ওই ভূমিকার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে মাধ্যমিক [illegible] ও মাদ্রাসায় দুর্নীতি চলছে [illegible]।

এসএমসির নৈরাজ্য : কলাপাড়া উপজেলার কল্যাণকলস বেগম রোকেয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের করণিক মজিবর রহমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি নিয়ে সরকারি অডিট দলের আপত্তি রয়েছে। প্রায় এক দশক আগে তাকে যোগ্যতা পূরণ করতে বলা হয়। জানা গেছে, ওই পদটির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে এইচএসসি পাস। কিন্তু ওই কেরানীর সে যোগ্যতা নেই। তা সত্ত্বেও স্কুলের সভাপতি বরকত খাঁর জোরে চাকরি করে যাচ্ছেন তিনি। আবার ঢাকার মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, আইডিয়াল স্কুল ও কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায় চলছে গত কয়েক বছর ধরে। স্কুল থেকে সরকারি অডিট দলকে বলা হয়, এসএমসির সিদ্ধান্তেই তারা নিয়ে থাকে। ওই স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও নানা অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, শুধু কল্যাণকলস বা ঢাকার স্কুলগুলো নয়, এভাবে সারাদেশেই স্কুলে এসএমসির নৈরাজ্য চলছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে এই এসএমসি স্কুলের কার্যক্রম পরিচালনায় পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করে থাকে। আবার অনেক বিদ্যালয়ে এসএমসিই শিক্ষা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছে। এই সুযোগ নিয়ে স্কুলের শিক্ষকরাও বাণিজ্য বিস্তার করেছে। ফলে স্কুলে কায়েম হয় দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

বাধ্যতামূলক [illegible] হলে প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষককে শাস্তি পেতে হবে— এই ভয়ে শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের পাসের ব্যাপারে বেশি সোচ্চার। এর বাইরে পরীক্ষার খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশনা বোর্ড থেকে বা প্রধান পরীক্ষকের কাছ থেকে দেয়ার অভিযোগও রয়েছে। একটি বোর্ডে জেএসসিতে ফলাফল পুনর্মূল্যায়নে ১৪২ জনকে অবৈধভাবে জিপিএ-৫ দেয়ার মতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে।

মানহীন শিক্ষক নিয়োগ : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি চলছে। অনেক [illegible] শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষা নেয়া আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। সম্প্রতি মাউশির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ কথা স্বীকারও করেন। বিষয়টির সত্যতা অনুধাবন করতে পেরে জাতীয় শিক্ষানীতিতে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে কমিশন গঠনে প্রস্তাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই শিক্ষানীতিই বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

সরকারের বক্তব্য : মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা অনিয়ম-দুর্নীতি এবং শিক্ষার বর্তমান দশা নিয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ব্যস্ততার কথা বলে এড়িয়ে যান।